বলেন না।

② বিবর্তবাদ

বিবর্তবাদ অনুসারে কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয় না, অর্থাৎ কার্য কারণের প্রকৃত পরিণাম নয়, বৌদ্ধ শূন্যবাদী, বিজ্ঞানবাদী ও অদ্বৈতবাদী শঙ্করের বিবর্তবাদের সমর্থক, শূন্যবাদীদের বিবর্তবাদ শূন্যবিবর্তবাদ নামে, বিজ্ঞানবাদীদের বিবর্তবাদ বিজ্ঞানবিবর্তবাদ নামে, এবং

শঙ্করের বিবর্তবাদ ব্রহ্মবিবর্তবাদ নামে পরিচিত।

অসৎকার্যবাদ বা আরম্ভবাদ

কার্যের উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে থাকে অথবা থাকে না এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনে দুটি প্রধান মতবাদ আছে — 'সৎকার্যবাদ' ও 'অসৎকার্যবাদ', সাংখ্য দর্শনে সৎকার্যবাদ সমর্থিত ন্যায়, বৈশেষিক দর্শনে অসৎকার্যবাদ সমর্থিত।

ন্যায়, বৈশেষিক সমর্থিত অসৎকার্যবাদ অনুসারে 'কার্য অসৎ', অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে নিহিত থাকে না, কার্যোৎপত্তির অর্থ হল নতুনের সৃষ্টি বা নতুনের আরম্ভ, ন্যায়মতে 'কার্য প্রাগভাব প্রতিযোগী', প্রাগভাবের প্রতিযোগীকে কার্য বলে, বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে তার যে অভাব তাই প্রাগভাব, ~~যার প্রাগভাব আছে~~. অসৎকার্যবাদের সমর্থনে ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হয়েছে —

~~আর উৎপন্ন হবে আরেক.~~ অসৎকার্যবাদের সমর্থনে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হয়েছে —

1) কার্য সৎ হলে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণের মধ্যে নিহিত থাকলে 'কার্যের উৎপত্তি' কথাটি অর্থহীন হয়ে যায়। আমরা বলি মৃৎপিণ্ড থেকে ঘট উৎপন্ন হয়েছে, তিল থেকে তৈল উৎপন্ন হয়েছে, তন্তু থেকে পট উৎপন্ন হয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু উৎপন্ন হবার পূর্বে কার্য যদি উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে তাহলে 'কার্য উৎপন্ন হয়েছে' কথাটির কোনো অর্থ থাকে না। মৃৎপিণ্ডের মধ্যে ঘট সৎরূপে বিদ্যমান থাকলে 'মৃৎপিণ্ড থেকে ঘট উৎপন্ন হয়েছে' কথাটি অর্থহীন হয়। মৃত্তিকার মধ্যে ঘটের অভাব থাকলে অর্থাৎ মৃত্তিকাতে ঘট অসৎ হলে তবেই অর্থসম্মতভাবে বলা যায়, মৃত্তিকা থেকে ঘট উৎপন্ন হয়েছে। কাজেই মানতে হয় যে 'কার্য অসৎ' — উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে অসৎ।

এই অভিমতের উত্তরে এবং সৎ প্রতিষ্ঠায় সৎকার্যবাদের সমর্থক সাংখ্যদার্শনিকগণ বলেন কার্য কারণের মধ্যে নিহিত থাকলেও তা প্রকাশিত রূপে থাকে না, অপ্রকাশিত রূপে থাকে। কাজেই উৎপন্ন হওয়া কথাটি অর্থ নয় যে, 'যা বিদ্যমান ছিল না তার আবির্ভাব ঘটেছে', কথাটির অর্থ হল 'যা অব্যক্তরূপে ছিল তা ব্যক্ত রূপে প্রকাশ পেয়েছে', ঘট উৎপন্ন হয়েছে কথাটির অর্থ হল — যা অব্যক্তরূপে মৃত্তিকাতে ছিল তা ব্যক্তরূপে ঘটরূপে প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই সাংখ্য-মতে কার্য সৎ।

---

২) কার্য কারণে নিহিত থাকলে অর্থাৎ সৎকার্যবাদ সমর্থিত হলে কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ হবে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ বা অভেদ-এর সম্বন্ধ। তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি বিষয়কে বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং ওই সম্বন্ধে আবদ্ধ কারণ ও কার্যকে দুটি ভিন্ন নামে চিহ্নিত করাও যায় না, মৃৎপিণ্ড ও ঘট এই প্রকারে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হলে তাদের উভয়কেই একইনামে মৃত্তিকা নামে অথবা ঘট নামে চিহ্নিত করতে হয়, কিন্তু বস্তুত আমরা মৃত্তিকাকে ঘট নামে অথবা ঘটকে মৃত্তিকা নামে অভিহিত করি না। উপাদান কারণে মৃত্তিকা নামে এবং উৎপন্ন কার্যকে ঘট নামে অভিহিত করি। এই প্রকার কার্য ও কারণের প্রতি দুটি ভিন্ন নামের প্রয়োগ এটাই নির্দেশ করে যে কারণ ও কার্য দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ঘটনা, অর্থাৎ 'কার্যটি অসৎ'।

এই আপত্তির উত্তরে এবং নিজমত প্রতিষ্ঠার জন্য সাংখ্য দার্শনিকগণ বলেন কার্য কারণের মধ্যে নিহিত থাকলেও প্রকাশিত রূপে নিহিত থাকে না, কার্য হল কারণের অভিব্যক্তি বা প্রকাশিত রূপ। অতএব কারণ ও কার্য তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হলেও তাদের নাম ভিন্ন ভিন্ন হয়। ~~আম~~ মৃত্তিকার মধ্যে ঘট অপ্রকাশ অবস্থায় থাকে, ঘট হল মৃত্তিকার পরিণাম বা অভিব্যক্তি অর্থাৎ রূপান্তর। রূপভিন্ন হলে নামও ভিন্ন হবে। ঘট রূপ কার্যের রূপ অর্থাৎ আকার উপাদান-কারণ মৃত্তিকার রূপ থেকে ভিন্ন হওয়ায় মৃত্তিকাকে ঘট নামে এবং ঘটকে মৃত্তিকা নামে চিহ্নিত করা যায় না।

অর্পিতা চক্রবর্তী,

সামান্যের লক্ষণ ও প্রকার ভেদ —

বৈশেষিক সম্মত সপ্ত পদার্থের অন্তর্গত চতুর্থ পদার্থটি সামান্য নামে অভিহিত। অনুগত প্রতীতির বিষয় রূপে যে অনুগত ধর্ম স্বীকৃত হয় সেই ধর্মকে সামান্য বলে। সামান্যের নামান্তর হলো জাতি। 'সমানানাং ভাবঃ সামান্যম্', অর্থাৎ অনেক ব্যক্তিতে বর্তমান একটি ধর্মকে সামান্য বলে। যেমন— 'অয়ং মনুষ্যঃ, অয়ং মনুষ্যঃ' ইত্যাদিরূপে অনেক ব্যক্তিতে যে অনুগত প্রতীতি অর্থাৎ একত্বের বা সমানত্বের বোধ সেইটি সামান্য। অন্নং ভট্ট সামান্যের লক্ষণে বলেছেন — 'নিত্যমেকমনেকানুগতং সামান্যম্' যে পদার্থটি নিত্য, এবং এক, অনেকে অধিকরণে থাকে তাকে 'সামান্য' বলে। উৎপত্তি ও বিনাশহীন বস্তুকে নিত্য বলে। সুতরাং সামান্যের উৎপত্তিও নেই বিনাশও নেই, সামান্যকে এক বলার তাৎপর্য হলো— সামান্য বহু আধারে বা অধিকরণে থাকলেও সামান্যের কোনো ভেদ নেই, এটি একাধিক অধিকরণে সমবায় সম্বন্ধে আছে।

'পরাপরঞ্চ চেতি দ্বিবিধং সামান্যম্'- এভাবে অন্নংভট্ট সামান্যের বিভাগ করেছেন। অর্থাৎ সামান্য দুই প্রকার — পর ও অপর। 'অধিকদেশবৃত্তিত্বং পরত্বম্' অর্থাৎ যে সামান্যটি অধিক দেশে থাকে তাকে পরসামান্য বলে। 'ন্যূনদেশবৃত্তিত্বমপরত্বম্'

অর্থাৎ যে সামান্যটি অল্পদেশে থাকে তাকে অপর সামান্য বলে। 'সামান্যাদি চতুষ্টয়ে জাতির্নাস্তি' অর্থাৎ সামান্যাদি চারটিতে জাতি থাকে না বলায় অবশিষ্ট দ্রব্য, গুণ ও কর্মে সামান্য বা জাতির অস্তিত্ব বোঝা যায়।

এখন পর ও অপর সামান্যকে উদাহরণ সহ বোঝা বলা যায় - সত্ত্বা, দ্রব্যত্ব এবং ঘটত্ব প্রভৃতি এক একটি সামান্য পদার্থ। দ্রব্য, গুণ ও কর্মে সত্তা থাকে। দ্রব্যত্ব দ্রব্য মাত্রেই থাকে। যেমন ঘটে ঘটত্ব আছে, পটে পটত্ব আছে ইত্যাদি। কিন্তু গুণ ও কর্মে দ্রব্যত্ব থাকে। আবার ঘটত্ব সমস্ত ঘটে থাকলেও পটে থাকে না, অন্য কোনো দ্রব্যে থাকে না, গুণ ও কর্মে থাকে না, অতএব সত্তা জাতিটি সর্বাধিক স্থানে থাকায় পর সামান্য রূপে জাত। তদপেক্ষা অল্প দেশে থাকে দ্রব্যত্ব এবং তদপেক্ষা অল্প দেশে থাকে ঘটত্ব। দ্রব্যত্ব জাতিটি সত্তার তুলনায় অপর কিন্তু ঘটত্বের তুলনায় পর। তাই দ্রব্যত্ব জাতিটিকে অনেকেই পরাপর বলেছেন।

সামান্যকে পৃথক পদার্থরূপে স্বীকারের আবশ্যকতার প্রশ্নে বৈশেষিকেরা বলেন যে সামান্য বা জাতি নামক পদার্থ স্বীকার না করলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের শত শত ব্যবহারের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে না। মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ ইত্যাদি রূপে এক একটি শব্দের দ্বারা এক একটি শ্রেণীর পদার্থকে বোঝানোর চেষ্টাই অনুগত প্রতীতি। আবার মানুষের মধ্যে কেউ বা শালপ্রাংশু দীর্ঘদেহ, কেউ বা খর্বকায়, কেউ বা মেদ বহুল। কিন্তু মনুষ্য শব্দের দ্বারা সকল মানুষকেই বোঝায়। অনুরূপ ভাবে পশু ও বৃক্ষাদির ক্ষেত্রে ও অনুগত ব্যবহারের ফলে পশু বা বৃক্ষ বললে বোঝায়, স্বীকৃত এরূপ অনুগত ধর্মটিই সামান্য বা জাতি। এরূপ অনুগত ধর্ম স্বীকার না করলে প্রত্যেক মানুষকে পৃথক পৃথক শব্দের দ্বারা বোঝানো যেত। প্রত্যেক মানুষ ও পশু ইত্যাদি পৃথক পৃথক ও বস্তু, কিন্তু মনুষ্যত্ব পশুত্ব প্রভৃতি এক একটি জাতি। একটি নিত্য মনুষ্যত্ব জাতি সকল মানুষেই অনুগত থাকে। এজন্য বৈশেষিকগণ সামান্যকে একটি পৃথক পদার্থরূপে মান্যতা দিয়েছেন।

অর্পিতা চক্রবর্তী.